আইপিএলসহ সব খেলায় নিষেধাজ্ঞা

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) হচ্ছে না দিল্লিতে। করোনাভাইরাসের প্রসার ঠেকাতে সেখানে আইপিএলসহ সব ক্রীড়া টুর্নামেন্ট এবং ইভেন্ট বাতিল করেছে দিল্লি সরকার। শুক্রবার রাজ্যটির উপমুখ্যমন্ত্রী মনিশ সিসোদিয়া এ ঘোষণা দিয়েছেন।

এর আগে দিল্লিতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ ও সিনেমা হল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। চলতি মাসের শুরু থেকে সব প্রাইমারি স্কুলে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু পরীক্ষা চলার জন্য খোলা রাখা হয়েছে সেকেন্ডারি স্কুলগুলো। এবার নিষেধাজ্ঞা জারি হলো খেলার বড় ইভেন্টের ওপর।

এদিন সংবাদ সম্মেলনে সিসোদিয়া বলেন, আইপিএলের মতো ক্রীড়া অনুষ্ঠান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ সেগুলোতে প্রচুর জনসমাগম ঘটে। করোনার প্রকোপ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা জরুরি।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে সব জেলা প্রশাসনকে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে পালনেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সব ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)। এখন পর্যন্ত দিল্লিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ জন। গোটা ভারতে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে
৭৪। কর্নাটকে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

তথ্যসূত্র: এইসময়।

বিসিবির নতুন চুক্তিতে যে

খেলোয়াড় যত বেতন পাবেন

১৭ ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চুক্তিতে সর্বোচ্চ বেতনের স্তরে রয়েছেন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও সৌম্য সরকার।

চারজনই আছেন এ প্লাস ক্যাটাগরিতে। তবে ‘লাল বল’ ও ‘সাদা বল’ দুই চুক্তিতেই রয়েছেন তামিম-মুশফিক। আর মাহমুদউল্লাহ-সৌম্য আছেন শুধু ’সাদা বলের’ চুক্তিতে। সর্বোচ্চ বেতন স্তরে থাকার কারণে তারা মাসে বেতন পাবেন চার লাখ টাকা করে।

এর আগে বিসিবি যে তালিকা প্রকাশ করে, সেখানে সৌম্যর নাম ছিল না। পরে বোর্ডের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু জানান, ব্যাটিং অলরাউন্ডারের নাম ভুলে বাদ দেয়া হয়েছিল।

এ ক্যাটাগরিতে আছেন শুধু মমিনুল হক। তিনি মাসে পাবেন ৩ লাখ টাকা। কেবল ‘লাল বলের’ চুক্তিতে রয়েছেন পয়েট অব ডায়নামো।

বি ক্যাটাগরিতে আছেন লিটন কুমার দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাইজুল ইসলাম। তবে তাইজুল সাদা বলের চুক্তিতে রয়েছেন ডি ক্যাটাগরিতে। এ চারজন ক্রিকেটারের প্রতিজন প্রতি মাসে পাবেন দুই লাখ টাকা করে।

সি ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা প্রতি মাসে পাবেন দেড় লাখ টাকা করে। এ ক্যাটাগরিতে আছেন ‘সাদা বলের’ চুক্তিতে থাকা মোহাম্মদ মিঠুন ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

ডি ক্যাটাগরিতে আছেন ‘সাদা বলের’ চুক্তিতে থাকা নাইম শেখ, আফিফ হোসেন ধ্রুব ও নাজমুল হোসেন শান্ত। আর লাল বলের চুক্তিতে থাকা নাইম হাসান, এবাদত হোসেন, আবু জায়েদ রাহী ও মোহাম্মদ মিথুন।

এর মধ্যে লাল ও সাদা বল উভয় ক্ষেত্রেই ডি ক্যাটাগরিতে আছেন শান্ত। এ ক্যাটাগরির সবাই মাসে এক লাখ টাকা করে বেতন পাবেন।

চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। তিনি নিজেই বিসিবির কাছে অনুরোধ করেন এবারের চুক্তিতে নাম না রাখার জন্য। আরও বাদ পড়েছেন সাকিব আল হাসান। জুয়াড়ির প্রস্তাব গোপন করায় সব ধরনের ক্রিকেটে বর্তমানে নিষিদ্ধ রয়েছেন তিনি।

এ ছাড়া ইমরুল কায়েস, আবু হায়দার রনি, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, রুবেল হোসেন ও সাদমান ইসলাম চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। চুক্তিতে জায়গা করে নিয়েছেন সৌম্য, শান্ত, মিঠুন, এবাদত, আফিফ ও নাইম।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে সব ক্রিকেটারের ম্যাচ ফি বাড়ানো হয়। টেস্ট সংস্করণে প্রতি ম্যাচে একজন ক্রিকেটার এখন থেকে পাবেন ছয় লাখ টাকা করে। অতীতে যা ছিল তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা।

বেড়েছে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ম্যাচ ফি। ওয়ানডেতে এর আগে ম্যাচ ফি ছিল দুই লাখ টাকা করে। তবে এখন থেকে ক্রিকেটাররা পাবেন তিন লাখ টাকা করে।

টি-টোয়েন্টিতে ২০১৭ সাল থেকে ক্রিকেটাররা পেতেন এক লাখ ২৫ হাজার টাকা করে। এখন থেকে পাবেন দুই লাখ টাকা করে। তবে এ অর্থ গ্রেড অনুযায়ী পাবেন ক্রিকেটাররা।

আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে পয়েন্ট সিস্টেম, সেটির ভিত্তিতে ক্রিকেটারদের বেতন বাড়তে পারে।

ম্যাচ রেটিংয়ের হিসাব মতে, তামিম ২০১৯ সালে ৬ লাখ ৩০ হাজার এবং মুশফিক ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা বেতনও পেয়েছেন প্রতি মাসে।

বিভিন্ন সময়ে ক্রিকেটারদের আন্দোলন

বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধার দাবি নিয়ে ক্রিকেটাররা নানা সময়ে আন্দোলন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটারদের আন্দোলন। ২০১৭ সালে তাদের সঙ্গে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)বিরোধ দেখা যায়।

যেখানে ওয়ার্নার-স্মিথরা বেতনের পাশাপাশি বোর্ডের রাজস্ব আয়ের ভাগ চান। পরবর্তী সময় সমঝোতায় স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দুই পক্ষ একমত হয়। এরপর থেকে বোর্ডের আয়ের ভাগও পান অজি ক্রিকেটাররা।

সেই আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল নারী ক্রিকেটারদেরও পুরুষদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া। পরে সিএ তাদের বোর্ড কমিটিতে অন্তত পাঁচজন নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং নারী ক্রিকেটারদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করে।

২০১৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও একই ধরনের ধর্মঘটের ডাক দেন। পরে তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয় বোর্ড। ফলে

বেতনভাতাদি বাড়ে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি।

জেলে যেভাবে দিন কাটছে রোনালদিনহোর

ভুয়া পাসপোর্টে প্যারাগুয়েতে প্রবেশের দায়ে জেলে যেতে হয়েছে রোনালদিনহোকে। জেলে কেমন সময় কাটছে দু’বারের বিশ্বসেরা ফুটবলারের? বার্সেলোনার সাবেক ব্রাজিলীয় তারকা রোনালদিনহোর ভাইও একই অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

প্যারাগুয়ের বিচারক ক্লারা রুইজ দিয়াজ দুই ভাইকে জেলে পাঠানোর আদেশ দিয়ে বলেন, ‘দু’জনই গুরুতর অপরাধ করেছেন, যা আমাদের দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।’

২০০২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য এবং ২০০৫ সালের ব্যালন ডি অর জয়ী রোনালদিনহোকে জেলে কম্বল দেয়া হয়। একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের খাবারও সরবরাহ করা হয়।

এদিকে ব্রাজিলীয় মিডিয়ার খবর, ২০১৮ সালে ২৫ লাখ ডলার জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে রোনালদিনহোর পাসপোর্ট জব্দ করা হয়।

রোনালদিনহোর দাবি, প্যারাগুয়ে সফরের জন্য যারা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাদের সরবরাহ করা পাসপোর্টে তিনি ওই দেশে আসেন। পাসপোর্ট যে ভুয়া, তা জানা ছিল না তার।

সুত্র-যুগান্তর

আইপিএল-২০২০: শাহরুখের দলের বকেয়া কর নিয়ে তোলপাড়

আগামী ২৯ মার্চ মাঠে গড়াচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৩তম আসর। এর আগে দুঃসংবাদ ধেয়ে এলো কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) শিবিরে। তাদের বিনোদন কর বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে রীতিমতো ক্রিকেটপাড়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতা পৌরসভাসূত্রে খবর, কেকেআরের ৩.৫ কোটি টাকার বিনোদন কর বাকি রয়েছে। এরই মধ্যে বিষয়টি তাদের অবহিত করেছেন পৌরসভার মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। তিনিই কর সংগ্রহের দায়িত্বে রয়েছেন।

মূলত টিকিট বিক্রির অর্থ থেকে এ বিনোদন কর দেয়া হয়। এখানেই ঘাপলা রয়েছে। বকেয়া ইস্যুতে ইতিমধ্যে মেয়রের সঙ্গে কথা বলেছেন নাইটকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, দলের ম্যাচে ইডেনে দর্শক সংখ্যা হয় ৬৫ হাজার, যার মধ্যে ৪৮ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয়। বাকিগুলো কম্পিমেন্টারি টিকিট হিসেবে ভাগ করে দেয়া হয়। সে ক্ষেত্রে শুধু টিকিট বিক্রি থেকে বিনোদন কর হিসেবে প্রতি বছর ২৫ লাখ টাকা দেয়া হয়।

তবে তাদের দেয়া তথ্যে সন্তুষ্ট নয় পৌরসভা। শিগগির তা খতিয়ে দেখবেন তারা। নাইটদের বকেয়া নিয়ে একেবারেই খুশি নন মেয়র অতীন ঘোষ।

আগামী ৩১ মার্চ ২০২০ আইপিএল অভিযান শুরু করবে কলকাতা। ওই দিন অ্যাওয়ে ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে লড়বেন তারা। এ নিয়ে তৃতীয় মৌসুমে দীনেশ কার্তিকের নেতৃত্বে মাঠে নামছে কেকেআর।

অধিনায়ক হিসেবে নিজের প্রথম মৌসুমে নাইট ব্রিগেডকে প্লে-অফ নিয়ে যান তিনি। তবে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে থেকে ২০১৯ আইপিএল শেষ করেন তারা। এবার নিলামে শক্তিশালী দল গড়ায় শিরোপা জয়ের প্রত্যাশা বলিউড কিং শাহরুখ খানের দলের।

তথ্যসূত্র: ওয়ান ইন্ডিয়া।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সুত্র-যুগান্তর

করাচিতে করোনা, উদ্বিগ্ন বিসিবি

করোনাভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ব্যতিক্রম নয় পাকিস্তানও। স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কারণ মাসখানেক পরই তৃতীয় দফায় দেশটি সফরে যাবেন টাইগাররা।

এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে পাঁচজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে করাচিতেই দুজন। বিসিবির চিন্তাটা এখানেই। আগামী এপ্রিলে সেখানে একমাত্র ওয়ানডে ও টেস্ট খেলতে যাবে বাংলাদেশ।

এর আগে করাচিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। যার জেরে সেখানে ২-১৩ মার্চ সব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ম না মানায় এরই মধ্যে ৫০টির বেশি স্কুলের নিবন্ধন বাতিল করেছে সিন্ধুপ্রাদেশিক সরকার।

স্পষ্টতই করোনাভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কিত করাচি। তো এপ্রিলে সেখানে সফর নিয়ে কী ভাবছে বিসিবি? এ নিয়ে কথা বলেছেন বোর্ডের মিডিয়া কমিটির প্রধান জালাল ইউনুস।

তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি শুনেছি। করোনাভাইরাস আতঙ্কে করাচিতে স্কুল ছুটি দেয়া হয়েছে। আমাদের ভেন্যু সেখানেই। তাই উদ্বেগটা থাকছেই। আমরা পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করছি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে আমাদের প্রধান নির্বাহী কথা বলবেন। তবে

এখনই চূড়ান্ত করে কিছু বলতে পারছি না। হাতে সময় আছে। পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

গেল জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতে দুই ধাপে পাকিস্তান সফর করে এসেছে বাংলাদেশ। দেশটিতে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও একটি টেস্ট ম্যাচ খেলে তারা। বৃষ্টির কারণে একটি টি টোয়েন্টি হয়নি। এ ছাড়া সব ম্যাচেই হারেন টাইগাররা।

পূর্ণাঙ্গ সিরিজের অংশ হিসেবে এখন বাকি আছে শুধু করাচি পর্ব। এতদিন নিরাপত্তা ইস্যু জলঘোলা হচ্ছিল। এবার তাতে যোগ হলো করোনাভাইরাস।

সুত্র-যুগান্তর

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ মোস্তাফিজ-সাইফ

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যে টস সম্পন্ন হয়েছে।

তাতে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। প্রথম ম্যাচেও টস জেতেন তিনি। সেই ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। এ ম্যাচে জিতলে একটি হাতে রেখেই সিরিজ জিতবেন মাশরাফি বাহিনী।

এ ম্যাচে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। একাদশে নেই পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। আগের ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে

ব্যাট-বল হাতে উড়িয়ে দেন তিনি। বাদ পড়েছেন কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান। দুজনকেই বিশ্রাম দেয়া হয়েছে।

তাদের স্থানে দলে ফিরেছেন দুই ডানহাতি পেসার শফিউল ইসলাম ও আল-আমিন হোসেন। গেল বছর জুলাইয়ে শ্রীলংকায় সবশেষ খেলেন শফিউল। আর আল- আমিন সবশেষ খেলেন ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

জিম্বাবুয়ে একাদশে নেই নিয়মিত অধিনায়ক চামু চিবাবা। চোটে ছিটকে গেছেন তিনি। তার জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শন উইলিয়ামস। এ ম্যাচ দিয়েই একাদশে ফিরেছেন তিনি।

বাদ পড়েছেন ক্রিস এমপোফু। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন চার্লটন টিসুমা। আর অসুস্থতার কারণে এ ম্যাচেও খেলছেন না ক্রেইগ আরভিন।

বাংলাদেশ একাদশ: তামিম ইকবাল, লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ মিঠুন, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মাশরাফি বিন মুর্তজা (অধিনায়ক), শফিউল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম ও আল-আমিন হোসেন।

জিম্বাবুয়ে একাদশ: শন উইলিয়ামস (অধিনায়ক), টিনাশে কামুনহুকামউই, ব্রেন্ডন টেলর, সিকান্দার রাজা, ওয়েসলি মাধেভেরে, রেজিস চাকাভা, রিচমন্ড মুতুমবামি, তিনোতেন্ডা মাতুমবোদজি, ডোনাল্ড তিরিপানো, কার্ল মুম্বা ও চার্লটন টিসুমা।

সুত্র-যুগান্তর

বিশ্বকাপ থেকে খালি হাতে ফিরছেন সালমারা

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা যাচ্ছেতাই গেল বাংলাদেশের। নিজেদের চতুর্থ ও শেষ ম্যাচেও হারের তিক্ত স্বাদ নিলেন তারা। শ্রীলংকার কাছে ৯ উইকেটে হেরেছে সালমা বাহিনী। ফলে বিশ্বকাপ মিশন থেকে খালি হাতে ফিরছেন তারা।

সোমবার ভোরে মেলবোর্নে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেয় বাংলাদেশ। তবে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি তাদের। সূচনালগ্নেই সাজঘরে ফেরেন ওপেনার মুর্শিদা খাতুন। দলীয় ২৪ রানে সানজিদা আর ২৫ রানে আয়শা রহমান একই পথে হাঁটেন। ফলে বিপাকে পড়েন লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।

চাপের মুখে দলের হাল ধরেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। তবে তাকে উইকেটে সঙ্গ দিতে পারেননি কেউ। দলীয় ৫৬ রানে ফারজানা হক ফিরলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

এর পর যাওয়া-আসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন রুমানা আহমেদ, রিতু মনি ও ফাহিমা খাতুন। তবে একপ্রান্ত আগলে রাখেন নিগার। ব্যাটিং ইনিংসে শেষ বলে রানআউটে কাটা পড়েন তিনি। ফেরার আগে ৪৫ বলে ৫ চারে খেলেন লড়াকু ৩৯ রানের ইনিংস। শেষ পর্যন্ত নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৯১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে নোঙর করে শ্রীলংকা নারী দল। নাহিদা আক্তারের শিকার হয়ে ফেরেন ছামিরা আতাপাত্তু। হাসিনি পেরেরা খেলেন ৫ চারে ৩৯ রানের হার না মানা ইনিংস। আর ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন আনুশকা সানজেওয়ানি।

এর আগে ভারতের বিপক্ষে ১৮ রানের হার দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা করে বাংলাদেশ। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮৬ রানের বড় ব্যবধানে হারে সালমা বাহিনী। আর তৃতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১৭ রানে পরাজিত হন তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

ফিট হতে প্রিয় খাবার বিসর্জন দিয়েছিলেন তামিম

২০১৪ সালের শেষ দিকেও মাহমুদউল্লাহর ওজন ছিল ৯০ কেজি। দুই বছরের মধ্যে সেটি নেমে আসে ৭৮ কেজিতে। ফিটনেসে এই যে আমূল পরিবর্তন, এর পেছনে মাহমুদউল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যাঁর অবদানের কথা বলেছিলেন

তিনি—মারিও ভিল্লাভারায়েন।

শুধু মাহমুদউল্লাহ নন; তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মুর্তজা থেকে শুরু করে লিটন দাস, সাইফ হাসান—প্রত্যেকের ফিটনেসে উন্নতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে মারিওর। ২০১৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে যোগ দেওয়া ৪৬ বছর বয়সী শ্রীলঙ্কান ট্রেনার বাংলাদেশ-পর্ব শেষ করতে যাচ্ছেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে। বিদেশিদের বাংলাদেশ দলে এত দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা কমই আছে।

বাংলাদেশে প্রায় অর্ধযুগ কাটিয়ে দেওয়া মারিওর সবচেয়ে বড় অর্জন, ফিটনেসে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভীষণ সচেতন করে তোলা। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ছুটিতে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার পেছনে শ্রীলঙ্কান ট্রেনারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তামিম ইকবালের কথাই ধরুন, বিরিয়ানি খুব প্রিয় খাবার বাঁ হাতি ওপেনারের।

ফিটনেস ধরে রাখতে সেই তামিম কীভাবে বিসর্জন দিয়েছেন প্রিয় খাবারটা, প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন মারিও, ‘তামিমকে নিয়ে ভীষণ খুশি। সে দলের অন্যতম ক্রিকেটার যে খুব খেতে ভালোবাসে। এখন সে বোঝে যদি ভালো খেলতে হয়, নিজেকে আরেকটা ধাপে নিতে হয় ডায়েটে পরিবর্তন করতেই হবে। তাকে বলি কী করা দরকার। সে সেটা করে। কাজেই কৃতিত্ব ওকেই দিতে হবে।’
ফিটনেস নিয়ে ভীষণ সচেতন করেছেন ট্রেনার মারিও।

লম্বা সময়ে তো কাজ করলেন, বাংলাদেশ দলে সবচেয়ে ধারাবাহিক ফিট ক্রিকেটার কে? এ প্রশ্নে অবশ্য অনেক নাম এল মারিওর মুখে। তবে মুশফিকুর রহিমকেই বেশি এগিয়ে রাখলেন তিনি, ‘মুশি থাকবে সবার আগে। ফিটনেসে খুবই ধারাবাহিক সে। তবে বলতেই হয় তরুণ ক্রিকেটার যেমন লিটন অনেক উন্নতি করেছে। এখন নিজেরাই তো ওরা অনেক কাজ করে। কদিন আগে দেখলাম আমার অনুপস্থিতিতেই লিটন নিজের মতো করে রানিং করছে। এটাই আমার সাফল্য। সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান সবাই অনেক উন্নতি করেছে।’

একটা সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ‘বদঅভ্যাস’ ছিল খেলা না থাকলে ফিটনেস নিয়ে উদাসীন থাকা। সিরিজ চলার সময়ে ফিটনেস নিয়ে যে উন্নতিটা হতো, সেটি আবার হারিয়ে যেত ছুটির সময়ে। ছুটিতে

ক্রিকেটারদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনাটা ছিল মারিওর কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি কীভাবে উতরেছেন, সে গল্পটাও বললেন বাংলাদেশ দলের ট্রেনার, ‘মানসিকতায় তাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাদের আমি বোঝাই, কেন তারা এটা করছে, এতে কী লাভ। তারা যখন খেলায় ফিরে আসবে, শরীরে তা কতটা প্রভাব ফেলবে।

আমি বলি না যে মায়ের হাতের রান্না খেয়ো না। তুমি যখন বাড়ি যাও, মা তোমার জন্য খাবার রাঁধবে—তুমি বলতে পারবে না যে মা, খাব না। উপমহাদেশের সংস্কৃতি আমি জানি। আমিও এই পরিস্থিতি কাটিয়ে এসেছি। মা যখন ভীষণ কষ্ট করে আপনার জন্য রাঁধবে, সেটা খাবেনই। না হলে মা কষ্ট পাবে। তবে সেই খাবারের পর ফিটনেস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাটাও জানতে হবে।’

মারিওর কৃতিত্ব এখানেই, ফিটনেস নিয়ে তিনি শুধু পথ দেখিয়ে দেননি, বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের সেই পথে হাঁটতেও শিখিয়েছেন। শ্রীলঙ্কান ট্রেনার তাই হাসিমুখেই যেতে পারছেন বাংলাদেশ থেকে। তাঁর আশা, সামনেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখবেন ক্রিকেটাররা।

ছেলের জন্যই ডাইনোসর উদযাপন মুশফিকের

ক্যারিয়ারের তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি দিনে বাড়তি উদযাপন করেন মুশফিকুর রহিম। ১৯৮ রানে ব্যাট করছিলেন তিনি। এন্সলে এনদিলোভুর শর্ট বল কাট করে চার মেরে ২০২ রানে পৌঁছে যান মিস্টার ডিপেন্ডেবল।

কিন্তু বল বাউন্ডারি স্পর্শ করার আগেই দুই হাত তুলে উদযাপন শুরু করেন মুশফিক। শূন্যে লাফিয়ে ব্যাট ছোড়েন তিনি। পরে বাঁ হাতে ঘুষি ছোড়েন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান।

বল সীমানা অতিক্রম করলে হেলমেট খুলে দুই হাত ওপরে তুলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মুশি। তবে তখনও উদযাপন থামেনি। ডান হাতে আবার ঘুষি ছোড়েন তিনি। এর পর গ্লাভস খুলে

গর্জন করেন। সবশেষে সিজদাহ করেন।

দিনের খেলা শেষে নিজের উদযাপন নিয়ে মুশফিক বলেন, ডাবল সেঞ্চুরির পর একটু বাড়তি উদযাপন করেছি। সেটি আসলে আমার ছেলের জন্য। সে ডাইনোসরের বড় ভক্ত। ও প্রাণিটি দেখলে এভাবে উদযাপন করে। তার জন্যই মূলত আমি সে রকম করতে চেয়েছি।

২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জান্নাতুল কিফায়াত মন্ডিকে বিয়ে করেন মুশফিক। আর ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাদের কোলজুড়ে পৃথিবীর বুকে আসে প্রথম সন্তান শাহরুজ রহিম মায়ান।

সুত্র-যুগান্তর